রবীন্দ্র ও নজরুলসংগীত আর গাইবেন না হিরো আলম

অনুমতি ছাড়া পুলিশের পোশাক পরবেন না এবং বিকৃত করে রবীন্দ্র ও নজরুলসংগীত গাইবেন না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে আলোচিত আশরাফুল আলম সাঈদ ওরফে হিরো আলম।

কয়েকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে হিরো আলমকে জিজ্ঞাবাসাদ করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। এ বিষয়ে ডিবিকে মুচলেকা দিয়েছেন হিরো আলম।

ডিএমপির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের ডাকে আজ বুধবার সকালে মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে উপস্থিত হন হিলো আলম। সেখানে তাকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ।

মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ বলেন, হিরো আলমের বিরুদ্ধে ডিবি সাইবার ক্রাইম বিভাগের কাছে অজস্র অভিযোগ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাকে ডাকা হয়।

মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘হিরো আলমের কথা আর কী বলব! পুলিশের যে পোশাক, যে ধরন, ডিআইজি–এসপির যে পোশাক, তা না পরে কনস্টেবলের পোশাক পরে ডিআইজি, এসপির অভিনয় করছে।’

ডিএমপির কমিশনার শিল্পী সমিতিতে বলেছেন, পুলিশের পোশাক পরে অভিনয় করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। হিরো আলম শিল্পী সমিতির সদস্যও নন। অথচ তিনি অনুমতি ছাড়া পুলিশের পোশাক পরছেন। কনস্টেবলের ড্রেস পরে এসপি–ডিআইজির অভিনয় করছেন। এটা তিনি জানেনও না।

হিরো আলমের গাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের গানের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ঝিনাইদহে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স জালিয়াতি চক্রের চার সদস্য গ্রেফতার

ঝিনাইদহে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স জালিয়াতি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশ।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার পৌর মার্কেটের একটি কম্পিউটারের দোকান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বংকিরা গ্রামের আব্দার রহমানের ছেলে বর্তমান ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর চানপাড়ার বাসিন্দা আসানুর রহমান ফুলজার, তার ছেলে নাসিম রেজা, উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের আব্দুস সোবাহান মুন্সির ছেলে আব্দুল মতিন ও নৃসিংহপুর গ্রামের সুবল সেনের ছেলে সুকান্ত সেন।

ঝিনাইদহ ডিবির ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স জালিয়াতি করে ওই চক্র মানুষের কাছ থেকে কাড়িকাড়ি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। খবর পেয়ে মাঠে নামে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও ঝিনাইদহ ডিবির একটি টিম। তারা অভিযান চালিয়ে জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামসহ তাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, জাল সীল, চালাম ফরম, পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, নাগরিক ও চারিত্রিক সনদ পত্রের ফটোকপি, কম্পিউটারের হার্ডডিক্স ও মোবাইল উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে আজ বুধবার ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

লক্ষ্য সিরিজ জেতা, তবে সহজ হবে না: তাসকিন

মঙ্গলবার রাতে জিম্বাবুয়ের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছে বাংলাদেশ দল। তিনটি টি-টোয়েন্টি ও সমসংখ্যক ওয়ানডে খেলতে জিম্বাবুয়ে গেছেন টাইগাররা। দেশ ছাড়ার আগে দলের তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ জানিয়েছেন, জিম্বাবুয়ের মাটিতে লক্ষ্য থাকবে সিরিজ জেতার, তবে সেটি সহজ হবে না।

তাসকিন বলেন, ‘ভালো ফল আশা করছি। তবে ওদের মাঠে ওদের বিপক্ষে কষ্ট করেই জিততে হয়। গতবছর খেলেছিলাম, প্রতিটি ম্যাচই কিন্তু আমাদের কঠিন সময় দিয়েছিল ওরা। এবারও কষ্ট করে জিততে হবে। অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে সিরিজ জেতার। তবে সহজ হবে না।’

তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত লক্ষ্য একই থাকবে। আগের বারের মতো এবারও সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা থাকবে। দলকে জেতানোর পেছনে আমার যেনো অবদান থাকে। নতুনত্ব নিয়ে কাজ করছি। তবে সবকিছু নির্ভর করবে কেমন ধরনের উইকেট থাকবে, কেমন বোলিং করা যায় ওটাই আর কি।’

তরুণদের নিয়ে গড়া দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নুরুল হাসান সোহানের কাঁধে। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সোহান, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভালো করবে বলে বিশ্বাস তাসকিনের। মঙ্গলবার রাতে বিমানবন্দরে এ কথাই জানিয়ে গেলেন এই পেসার।

‘সোহান আশা করি অবশ্যই ভালো করবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে তো সবসময় ভালো করে। যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আলাদা। তবে আশাবাদী সেখানেও সে ভালো করবে।’

এ সময় পেস ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আশার কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘পেস ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা আশাবাদী। গত দুই বছর ধরেই কিন্তু মাশাআল্লাহ্ উন্নতি হচ্ছে। এখনও আমরা আমাদের স্বপ্নের জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছি।’

ব্যক্তিগতভাবে সিরিজটি ভালো কাটেনি তাসকিনেরও। দুই ম্যাচে সুযোগ পেয়ে ৬ ওভারে খরচ করে বসেন ৫৬ রান, পাননি উইকেটের দেখা। অবশ্য সেই সফরের টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে খেলেছিলেন

ক্যারিয়ারসেরা ৭৫ রানের ইনিংস। এবার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টার কথা জানিয়েছেন তাসকিন।

গত বছর জুলাই মাসেই জিম্বাবুয়ের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশ। সেই সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল টাইগাররা। তবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জেতার তৃতীয় ম্যাচেও ১৯৩ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়ে কঠিন পরীক্ষা নিয়েছিল স্বাগতিকরা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযান চালিয়ে ২ আসামী গ্রেফতার করেছে।

নিয়মিত মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে আজ বুধবার (২৭ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করে। এসময় মাদক আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে ওঠা মসজিদে কথিত কমিটি গঠণ করে মসজিদটি দখল নিয়ে পরিচালনা করছে একটি প্রভাশালী মহল। কথিত ওই কমিটির সদস্যরা এখন শুধু মসজিদ নয়, বিদ্যালয়ের আরও জমি দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন প্রধান শিক্ষক।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও টিনের বেড়া দিয়ে ১০ তলা ভবনের জন্য নিদির্ষ্ট যায়গা ও প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টার ক্যাম্পাস এলাকা মসজিদের সীমানার অন্তর্ভূক্ত করার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অদিপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে ইতোমধ্যে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে জমি দখলের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ওই মহলটি এখন প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলমকে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে বিভিন্ন সময় অশালিন ভাষায় কথাবার্তা বলছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি কার্যনির্বাহী সভাপতি ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক ঠিকাদার আবু সালেহ আবলু, সহ-সভাপতি আবুল কাশেমকে দেখিয়ে একটি কমিটি গঠণ করেছে ওই প্রভাবশালী মহলটি। তবে, প্রধান শিক্ষককে কোনো কিছু না জানিয়েই মসজিদের সকল কার্যক্রম করে থাকেন কমিটির ওই সদস্যরা।

মসজিদের সিঁড়ি ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজ শুরু হলেও প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলমকে কিছুই জানাইনি কমিটি।
প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম বলেন, সরকারি জমি জোর করে দখল নিয়ে একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়া। সেখানে নামাজ হবে কিনা এ প্রশ্ন করেন তিনি। মসজিদটি বিদ্যালয়ের জমিতে হলেও কমিটি গঠণ করেছে প্রভাবশালী একটি মহল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আমি, সরকারি এই জায়গাটির তত্বাবধায়কও আমি। এখানকার এক ইঞ্চি জমি বেদখল হলেই সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে হবে আমাকে।

তাহলে এখানে আমাকে না জানিয়ে বাইরের একটি কমিটি মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে কিভাবে ? বাইরের কোনো কমিটি দিয়ে স্কুলের মসজিদ পরিচালনা করার কোনো সুযোগ নেই।

মসজিদটি ওই কমিটির দখলে থাকলেও প্রতি মাসে মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে স্কুলকে। ২০২২ সালের জুন মাসের বিদ্যুৎ বিলে দেখা গেছে ১৮ হাজার ৬০৪ টাকা। প্রতি মাসেই এই ধরণের মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল গুনতে হচ্ছে বিদ্যালয়কে। বিদ্যুৎ বিলের কাগজ প্রধান শিক্ষক বরাবর আসছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, আমার সাথে আলোচনা না করে বিনা অনুমতিতে মসজিদটির সিঁড়ি ও দ্বিতীয় তলার উন্নয়ন কাজ করছেন আবু সালেহ আবলু ও সহসভাপতি আবুল কাশেম। তাদের নিষেধ করতে যাওয়ায় অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন আমাকে। এই বিনিয়োগের অর্থের উৎস কি, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের বিনোয়োগ আইনসিদ্ধ না।

বিদ্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি কয়েক দিন আগে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে আবুল কাশেম বলেন, তোমার হেড ম্যাডাম তো বাচ্চা পড়াই। সে আবার আমাদের পেছনে লাগতে আসছে কেনো? তোমার হেড ম্যাডামকে বাচ্চাদের পড়াতে বলো।

একই বিদ্যালয়ের অপর সহকারী ধর্মীয় শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আবু সালেহ আবলু আমাকে বলেন আপনার প্রধান শিক্ষক বাচ্চা পড়ানো রেখে আমাদের সব কাজে হাত লাগাচ্ছে কেনো। তাকে নিষেধ করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়ের ডাবল শিফট ভবনের উর্দ্ধমুখি কাজের সাথে টয়লেট ব্লকটি পশ্চিম দিকে থাকলেও ওই চক্রটির বাধার মুখে পড়েন ঠিকাদার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে তাদের বাঁধার কারণে ভবনের পিছনে টয়লেটটি করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর উপসহকারী প্রকৌশলী মেহেদী জামান খাঁন বলেন, ডাবল শিফট ভবনের উর্দ্ধমুখী উন্নয়ন কাজের টয়লেট নির্মাণ করতে গিয়ে মসজিদ কমিটির বাধার মুখে পড়ি। পরে সেই ডিজাইন পাল্টিয়ে ভবনের পশ্চিম পাশে না করে পিছনের দিকে করতে বাধ্য হয়েছি। এর ফলে ভবনটির যেমন সৌন্দর্য্য হানি ঘটেছে, তেমনি সরকারের ব্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে বিদ্যালয়ের ১০ তলা ভবনের মাটি থেকে শুরু করে সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে সেখানেই তারা টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মসজিদটি সরকারি বিদ্যালয়ের জমিতে হলেও

কথিত কমিটির সদস্যরা সবাই বাইরের একটি প্রভাবশালী মহল। মসজিদটি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি প্রাচীরের মধ্যে থাকার কথা থাকলেও সেটি বেদখল হয়ে চলে গেছে সাধারণের দখলে। বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনের পাশে মাটি ভরাট করেছে। এছাড়া আনুমানিক ৫/৬ কাঠা জমি দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওই প্রভাবশালী মহলটি একই স্থানে এর আগে একটি কওমি মাদ্রাসার স্থাপন করলেও সেটি ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে দেওয়া অভিযোগের তিনি লিখিছেন, মসজিদ কমিটির সহসভাপতি ও সেক্রেটারীকে মৌখিক নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও তারা কোনো রকম যোগাযোগ করেনি। নিষেধ করলেও তারা সেখান থেকে ফিরে আসেনি। বরং মসজিদের সীমানার বাইরের জমিতে পাকা ঢালাই দিয়ে সীমানা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করে মসজিদটি বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত হলেও মসজিদের কমিটি গঠণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো বিষয় কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো হয়না।

বাইরের লোকজন নিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ের জমির মসজিদের কমিটি, এই কমিটির বৈধতা আছে কি এমন প্রশ্নের জবাবে সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ আবলু বলেন, এ নিয়ে সরকারি কোনো পরিপত্র নেই। মসজিদটি স্থাপন হওয়ার পর থেকেই আমার বাপ দাদারা এভাবেই কমিটি তৈরী করে চালিয়েছেন। আমরাও করেছি। এভাবেই আগামীতে এই মসজিদের কার্যক্রম চলবে বলে জানান তিনি। মসজিদের সিঁড়ি ও দোতালার উন্নয়ন কাজ সমন্ধে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মসজিদ কমিটির সভাপতি জানেনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মেহেরপুর শহরের ঠিাকাদার জহিরুল ইসলাম মিয়া। তাকে দিয়েই সব কাজ চলে। এছাড়া আমাদের এই মসজিদ নিয়ে সব কিছুই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয়। তার নলেজে দিয়েই সব কাজ করা হয়।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মেহেরপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর সদর থানার ওসি, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, মেহেরপুর ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালের সুপরিনটেন্ডেন্ট ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মসজিদ সম্পর্কে বলেন, এখানকার প্রতিটি মসজিদের কার্যক্রম নিজেরাই পরিচালনা করে থাকেন। নিজেদের কর্মকর্তা/কর্মচারী দিয়েই মসজিদ পরিচালনা কমিটি গঠণ করে থাকি। বাইরের কোনো লোকের কমিটিতে থাকার সুযোগ নেই এখানে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মুসল্লিদের সাথে কথা বললে তারা জানান, এটি সরকারি জমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ। এখানে বাইরের লোকের কমিটি ও তদারকি করার কি আছে? মসজিদ নিয়ে দরদ থাকলে তারা জমি কিনে মসজিদ তৈরী করুক।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় কোনো মসজিদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকলে সরকারি কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নেবেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় কারা থাকবেন। এসব প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে বাইরের লোকজনের থাকার কোনো সুযোগ নেই।

স্নাতক পাসে চাকরি দেবে রেনেটা, ভ্রমণের মানসিকতা থাকতে হবে

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রেনেটা লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রফেশনাল সার্ভিস অফিসার ’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন।

পদের নাম: প্রফেশনাল সার্ভিস অফিসার

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীকে স্নাতক পাস হতে হবে। (এইচএসসি লেভেল পর্যন্ত বিজ্ঞানের পটভূমি)। বয়স সর্বোচ্চ ২৮ বছর। ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় যোগাযোগে দক্ষ। ব্যাপকভাবে ভ্রমণ এবং বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় কাজ করতে ইচ্ছুক। সেলস এবং মার্কেটিং ক্যারিয়ারে আগ্রহী।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: প্রার্থীরা বিডিজবস অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২২।

সূত্র : বিডিজবস

নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো

নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো। নির্বাাচনী কেন্দ্রগুলোতে মোবাইলে গেম খেলে ও ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করেই পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।

সকাল ৮ টার সময় ভোট গ্রহণ শুরু হলেও অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত ভোটারের দেখা মেলেনি। মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে ১৩ টি। এর মধ্যে নারী ভোট পোল হয়েছে ২ টি। ওই ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার এ্এইচএম রাশেদুল হক বলেন এখানে ভোটার ১৮৬৩। ৪ টি বুথে ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল ৯.৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ১৩ জন। এই ভোট কেন্দ্রটি উপনির্বাচনের হেভিওয়েট প্রার্থী নিসান সাবেরের।

এদিকে সকাল ১০ টার সময় পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি।বুড়িপোতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটের সময় পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৯ টি, উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০.১০ মিনিট পর্যন্তÍ ভোট পোল হয়েছে ২৫ টি ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি। এভাবেই চলছে ভোট গ্রহণ।

উপনির্বাচনের ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক যুবলীগের নেতা নিসান সাবের সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন আবুল হাসেম। আলফাজ হোসেন ভোট প্রদান

করেন আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ও শামীম উদ্দীন ভোট দেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা বসে বসে মোবাইল গেমস খেলে অথবা ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করে অলস সময় পার করছেন। মাঝে মধ্যে দু একজন ভোটার আসলেও তারা নিজ দায়ীত্বে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন।

এদিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম ভোট কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শন করেছেন।

রিটার্নিং অফিসার আবু আনছার বলেছেন, ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তার জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

মোট ৮৮ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। মোট ভোটার নারী ভোটার ১ লাখ ৪ হাজার ৮৩৬ ও পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ জন।

মেহেরপুর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর উপনির্বাচন ভোটগ্রহণ শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনের ভোট প্রদান শুরু হয়েছে।

বুধবার (২৭ জুলাই) সকাল ৮ টা থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনে ৮৮ টি ও গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনে ১ টি কেন্দ্রে ইভিএম

পদ্ধতিতে এই ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

নির্বাচনের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ভোটগ্রহণ চলছে। প্রতিটি বুথে ওয়েবক্যাম স্থাপন করা হয়েছে।

উপনির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর শহরজুড়ে নির্বাচনে ভোটারদের উৎসবের আমেজে ভোট কেন্দ্রে আসার আহবান জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু আনছার।‘

মোহাম্মদ আবু আনছার বলেন, ‘মোট ৮৮টি ভোট কেন্দ্রে এ নির্বাচনে ৫২২টি ভোটকক্ষের মাধ্যমে ২ লাখ ৯ হাজার ৪৮৩ জন ভোটার ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৪ হাজার ৩৩৬ জন।

এছাড়া গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বচনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।
এরা হলেন শ্রমীকলীগ নেতা মুতালেব হোসেন (পাঞ্জাবী প্রতীক), সাবেক কাউন্সিলর বদরুল আলম বদু (টেবিল ল্যাম্প প্রতীক), সানোয়ার হোসেন (পানির বোতল প্রতীক) ও শফিউল ইসলাম (উটপাখি প্রতীক)।

গাংনী পৌরসভার উপনির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪৬৪ জন এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১১৬২জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ১২৮২জন।

এক ঘন্টার বৃষ্টিতে পানিতে ভাসল ব্যবসায়ীদের সব্জী

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর এক ঘন্টার ঝুম বৃষ্টিতে তলিয়ে গেলো মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ সাপ্তাহিক হাট।

কেদারগঞ্জ হাটের ইজারাদার ও স্থানীয় ইউপি সদস্য রাকিবুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২ টার দিকে সব্জী ও মাছ ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের মতই ব্যবসা শুরু করেন। স্থানীয় ক্রেতারাও আসতে শুরু করেন হাটে। বেচা কেনা যখন জোরে শোরে শুরু হয়েছে। বেলা ৩ টার দিকে ঝুম বৃষ্টি

শুরু হয়ে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি চলে। বৃষ্টির সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের চোটের মালামাল তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আসতে পারেনি। ব্যবসায়ীদের আলু, পটল, কাঁচা মরিচ, শাক সব্জীসহ অন্যান্য কাঁচা মাল হাটু পানিতে ভাসতে থাকে।পরে ৪ টার দিকে বৃষ্টি থেমে গেলেও হাটু পানি জমে থাকে হাটে। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা ক্রয় বিক্রয় চালিয়ে নেন।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকারকে প্রতি বছর ভ্যাটসহ প্রায় ৩ লাখ টাকা দিয়ে হাট ডাকতে হয়। অথচ, হাটের কোনো উন্নয়ন নেই। এখানে সরকারিভাবে একটি টিউবওয়েল ও দুই টি গণসৌচারাগর স্থাপন করা হলেও টিউবওয়েল ও সৌচাগার অকেজো হয়ে যাওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতারা উভয়ে সমস্যায় পড়ছে প্রতিনিয়ত। হাটটিতে প্রায় ৩ শতাধিক ব্যবসায়ী ব্যবসা করলেও এখ্যানে শেড রয়েছে মাত্র একটি। যেখানে মাত্র কয়েকজন সব্জী বিক্রেতা ব্যবসা করতে পারেন।অনেক আগে হাটের মধ্যে মাত্র একটি ড্রেন নির্মাণ হলেও সেটি এখন আর পানি নি:স্কাশন হয়না। মাছ ব্যবসায়ীদের ময়লা পানি যাওয়ার ফলে ড্রেনটি প্রায় মৃতু হয়ে পড়েছে।এবিষয়গুলো নিয়ে মুজিবনগর ইউএনওকে বারবার মৌখিক আবেদন করার পরেও হাটটির উন্নয়নে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব্জী ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রায় ২৫ বছর ধরে এই হাটটিতে ব্যবসা করছি আমি।এই প্রথম হাটটি পানিতে ডুবে গেছে। এখানে একটি ড্রেন থাকলেও মৎস্য আড়তের ময়লা পানি ফেলার ফলে ড্রেনটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এটি সংস্কার করার দাবী করেন এই ব্যবসায়ী।মাছ ব্যবসায়ী নাজিরাকোনা গ্রামের জহির হোসেন বলেন, আমি এই হাটে বসে ২৫ বছর মাছের ব্যবসা করি। এই প্রথম হাটু পানি জমে যাওয়া দেখলাম। তিনি বলেন, এখানে নিয়মিত কর দিলেও কোনো উন্নয়ন চোখে দেখিনি। হাটে পানি জমার কারণে ক্রেতা আসছেনা। আজকে বেচাকেনাও নেই।

স্থানীয় ক্রেতা বাগোয়ান গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন, সব কিছুই ভিজে গেছে। এই ঝাল পেয়াঁজ কিনলে রাতের মধ্যেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে।

মানিকনগর গ্রামের ক্রেতা রসুল শেখ বলেন, কাঁদার মধ্যে বাজার করা সম্ভব নয়। এছাড়া পানির উপর ভাসছে আলু পটুলসহ অন্যান্য সব্জী। এই সব্জী কিনে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তাই বাজার না করেই ফিরে যাচ্ছি।

আকাশ রহমান ও গৌরিনগর গ্রামের রমজান আলী বলেন, পানির বিড়ম্বনার কারণে বাজার না করেই ফিরছি। বাজারের সব্জী কিনলে পচে যাবে।

সব্জী ব্যবসায়ী লিটন হোসেন, নওশাদ আলী ও আব্দুল কাদের বলেন, যখন ব্যবসা শুরু হবে, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতে ক্রেতারা পালিয়ে গেলেও আমাদের সব সব্জীই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুটা বিক্রি করতে পারলেও অধিকাংশ সব্জীই পচে যাবে।

হাটটির সমস্যা নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হাট বাজার রক্ষাণা বেক্ষণ ও সংস্কার কমিটির সভাপতি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়াও কিছু সংগঠণ ও বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠণগুলোও কাজ করেন। প্রতি বছরই চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে হাট বাজারগুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য চাহিদা চাওয়া হয়। তাদের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী সেসব হাট বাজারের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কেদারগঞ্জ হাটটির সভাপতি ও বাজারের ইজারদারদের সাথে কখা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের ভৈরব নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, ৫০ টার বেশি চাইনা জালে আগুন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আজকে চতুর্থ দিন নির্ধারিত কর্মসূচি আওতায় ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ৫০ টার বেশি চাইনা দুয়ারী জাল আটক করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পন্ডের ঘাটে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো

হয়। এসময় তিনি বলেন, আমাদের কাছে গোপন সংবাদ আসে ভৈরব নদীতে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল পেতে মাছ শিকার করছে কিছু অসাধু ব্যাক্তি। তারই পরিপেক্ষিতে আজ সকালে মেহেরপুর পন্ডের ঘাটে অভিযান চালিয়ে নদীর দুই পাড়ে পঞ্চাশের অধিক চায়না দুয়ারী জাল নদী থেকে তুলে আগুন দিয়ে বিনষ্ট করা হয়ছে। যার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা জাকির হোসেন, মৎস্য খামার কর্মকর্তা বদিউল আলম জুয়েল জোয়ারদার, শেখ নিজাম উদ্দিন প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।